106461 - তারাবীর নামায দীর্ঘ করা

প্রশ্ন

এক মসজদিরে ইমাম তারাবী পড়ান। তনিি প্রত্যকে রাকাতে এক পৃষ্ঠা তলোওয়াত করনে। অর্থাৎ প্রায় ১৫ আয়াতরে সমান। কন্িতু কছিু মানুষ বলে যে, তনিি দীর্ঘ তলোওয়াত করনে। আবার কছিু মানুষ এর উল্টটোও বলে। তারাবীর নামাযরে ক্ষত্রেে সুন্নত পদ্ধতি কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি উদ্ধৃতরি মাধ্যমে দীর্ঘ করা বা না-করার কি কোন সীমারখো জানা যায়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

“সহহি হাদসিে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে নামায ১১ রাকাত পড়তনে— রমযানে এবং রমযান ছাড়া অন্য সময়ে। কন্িতু তনিি ক্বরিাত ও নামাযরে রুকনগুলো দীর্ঘ করতনে। এমনকি একবার তনিি এক রাকাতে তারতীলরে সাথে, ধীরস্থরিে পাঁচ পারার চয়েে বশেি পড়ছেনে।

আরও সাব্যস্ত হয়ছেে যে, তনিি মধ্য রাত থকেে কংিবা এর কছিু আগে থকেে কংিবা এর কছিু পর থকেে কয়িামুল লাইল শুরু করতনে। ফজররে পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়া অব্যাহত রাখতনে। অর্থাৎ তনিি ১৩ রাকাত নামায প্রায় পাঁচ ঘন্টাব্যাপী পড়তনে। এর দাবী হচ্ছে তনিি ক্বরিাত ও রুকনগুলো দীর্ঘ করতনে।

আরও সাব্যস্ত হয়ছেে যে, উমর (রাঃ) যখন তারাবীর নামাযরে জন্য সাহাবায়ে করোমকে একত্রতি করলনে তখন তারা বশি রাকাত নামায পড়তনে। তারা এক রাকাতে সূরা বাক্বারার প্রায় ৩০ আয়াত তলোওয়াত করতনে। যা চার পৃষ্ঠা বা পাঁচ পৃষ্ঠার সমান। তারা গটোা সূরা বাক্বারা দয়িে আট রাকাত নামায পড়তনে। যদি সূরা বাক্বারা দয়িে ১২ রাকাত নামায পড়তনে তাহলে তারা মনে করতনে যে, কছিুটা কম পড়া হয়ছেে।

তারাবীর নামাযরে ক্ষত্রেে এটাই হচ্ছে সুন্নাহ। তাই কউে যদি ক্বরিাত সংক্ষপ্তি করে তাহলে তনিি রাকাতরে সংখ্যা ৪১ রাকাত পর্যন্ত বাড়াবনে; যা কোন কোন ইমামরে অভমিত। আর যদি ১১ রাকাত বা ১৩ রাকাত পড়তে পছন্দ করনে তাহলে ক্বরিাত ও রুকনে দীর্ঘ করবনে। তারাবীর নামাযরে নর্িদষ্টি কোন রাকাত সংখ্যা নাই। বরঞ্চ এতটুকু সময় নামায পড়া উচতি যতটুকু সময়ে ধীরস্থেরিে নামায আদায় করা যায়। যা এক ঘন্টা বা তদ্রুপ সময়রে চয়েে কম হওয়া উচতি নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, এটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তনিি উদ্ধৃতগিুলোর বরখলোফ করছনে। তার দকিে ভ্রুক্ষপে করার দরকার নইে।”[সমাপ্ত]

ফাযলিাতুশ শাইখ ইবনে জবিরীন

ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা (২/১৫৭ ও ১৫৮)